ভোরের কাগজ

তারিখ ... OCT. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য

যারা জীববিজ্ঞান ও গণিতসহ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছেন তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি কৃষিবিদ হওয়ার কথাও ভাবতে পারেন। ভর্তি হতে হলে চাই কঠোর পরিশ্রম, সঠিক দিকনির্দেশনা। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ভাইবোনদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য ও নির্দেশনা দেওয়া হলো-

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা : দেশে বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ের কৃষি শিক্ষার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি ময়মনসিংহে অবস্থিত। ঢাকা থেকে ১২৬ কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মপুত্রের কুল ঘেঁষে ১২০০ একর জায়গার ওপর প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ছয়টি অনুষদ এবং মোট আসন সংখ্যা ৬৩০।

অনুষদগুলো হচ্ছে (১) কৃষি অনুষদ, (২) ভেটেরিনারি অনুষদ, (৩) মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, (৪) কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ, (৫) পশুপালন অনুষদ, (৬) কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ।

ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা : যারা বিজ্ঞানে ১৯৯৬ বা ১৯৯৭ সালে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করে পরবর্তী সময়ে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যাসহ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বা সমমানের পরীক্ষায় উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম শতকরা ৪০ নম্বরসহ উভয় পরীক্ষায় যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ ও অপরটিতে দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে কেবল তারাই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনে ভর্তিচ্ছুদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতীয় ও অউপজাতীয় প্রার্থী এবং অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের স্ব-স্ব জেলা প্রশাসকের কাছে থেকে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র ভর্তি ফরমের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের বেলায় পিতা:মাতার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি ভর্তি ফরমের সঙ্গে দাখিল করতে হবে। ভর্তির জন্য পরীক্ষার্থী বাছাই প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মেধাক্রম অনুসারে মোট আসনের ১০গুণ অনুসারে প্রাপ্ত নম্বরধারীদের লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। তবে গত কয়েক বছরের ডাটা নিয়ে দেখা গেছে, যারা দুই পরীক্ষায় ১৩০০ নম্বরের কম পেয়েছে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়নি।

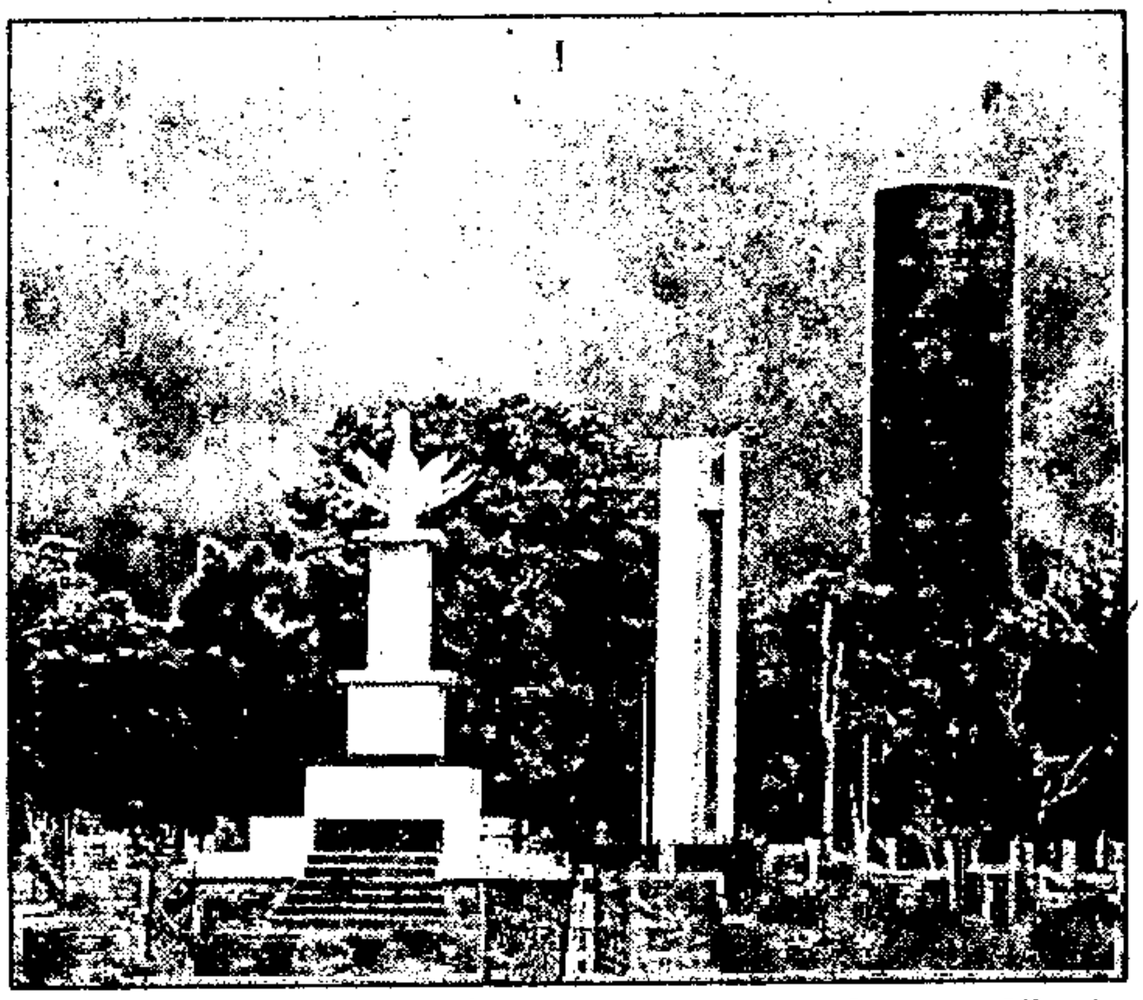

পরীক্ষা পদ্ধতি : ২০০ নম্বরের লিখিত নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রম অনুসারে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যা বিষয়ের ওপর বহু নৈর্ব্যচনিক প্রশ্ন।

কিভাবে প্রস্তুতি নিবেন : যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তাই চাই সর্বোত্তম প্রস্তুতি, প্রথমে পরীক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক সিলেবাসের অন্তর্গত জীববিদ্যা, গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা প্রতিটি বিষয়ের বই সম্ভব হলে তিন-চার বার করে পড়ে শেষ করতে হবে। যেহেতু MCQ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে তাই মনে রাখতে হবে বইয়ের প্রতিটি লাইন থেকে প্রশ্ন হতে পারে? পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ছোট ছোট অঙ্কগুলো করতে হবে, প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো মুখস্থ রাখতে হবে, প্রশ্নের ধরন গত কয়েক বছরের প্রশ্ন দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে এ ব্যাপারে গাইড বইয়ের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলা প্রতিবছরই গাইড এই বের করে তাদের মধ্যে ক্যাম্বিয়াম, সোনালিকা, ক্লোরোফিল গাইড বই বাজারে পাওয়া যায়।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে নিয়মিত চর্চার কোনো বিকল্প নেই। শুধু পড়লেই হবে না সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার প্রস্তুতি যাচাই করতে হবে। বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো গায় মার্কার পেন দিয়ে দাগানো যেতে পারে যেন পরীক্ষায় পূর্বে চোখ বুলালেই মনে থাকে।

❑ দীন মোহাম্মদ দীনু
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।